Major decisions on Brick Fields to conserve the environment

১. ইট ভাঁটার লাইসেন্স স্থগিতকরণ সম্পর্কিত সার্কুলার

২. ইট ভাঁটার লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত সার্কুলার

৩. ইট ভাঁটা সংক্রান্ত স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন

৪. আইনগত দূরত্ব লংঘনকারী ইট ভাঁটা দুই মাসের মধ্যে স্থানান্তরের প্রজ্ঞাপন

৫. ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

৬. ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

১. ইট ভাটার লাইসেন্স স্থগিতকরণ সম্পর্কিত সার্কুলার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

আ,স, পত্র নং পবম (শা-৩)২১/৯৯/৯৮ তারিখ ঃ ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৯ ইং।

বিষয় ঃ **ব্রিক ফিল্ড (ইটের ভাটা) এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে।**

জেলা প্রশাসক,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, দেশে বিদ্যমান শত শত ইটের ভাটাসমূহে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই বায়ু মন্ডলে প্রচুর সালফার ডিপোজিশন হয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আশংকা করা যাচ্ছে যে অদুর ভবিষ্যতে Acid rain (অম্ল বৃষ্টি) হতে পারে। অন্যদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক ব্রিক ফিল্ডে কয়লা ব্যবহারের পাশাপাশি গাছ পোড়ানো হচ্ছে যা ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন (১৯৮৯) এবং এর সংশোধনী অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

উল্লেখিত দুই প্রকার কর্মকান্ডই পরিবেশের উপর সুদুর প্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় অত্র মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আপাতত নতুন কোন ব্রিক ফিল্ডে লাইসেন্স প্রদান ঠিক হবে না। এ প্রেক্ষিতে আপনার জেলা প্রশাসন এর অধীন নতুন ইট ভাটা সমূহের অনুকূলে আপাতত লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম স্থগিত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার,

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব।

অনুলিপি ঃ
১। জেলা প্রশাসক (সকল)
২। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২. ইট ভাঁটার লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত সার্কুলার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪।

নং- পবম-৪/৭/১২৩/২০০২/৯১২ তারিখ ঃ ২০-১০-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **ইটের ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে।**

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সারাদেশে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এবং (সংশোধন) আইন, ২০০১ মোতাবেক ইটের ভাটা স্থাপন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন/বিধি অনুসারে ছাড়পত্র গ্রহণ সঠিকভাবে কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল ঃ

১। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হইতে অথবা মহাপরিচালকের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কেহ কোন ইটভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না। এইরূপ আবেদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা এইরূপ প্রমাণ দাখিল বা অঙ্গীকার করিবেন যে, উদ্যোক্তা ১২০ ফুট উচ্চতার চিমনী স্থাপনের কাজ শুরু করিয়াছেন এবং তাহা ৪ (চার) মাসের মধ্যে শেষ করিবেন।

২। উদ্যোক্তা পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে এবং জেলা প্রশাসকের লাইসেন্সের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরে আবেদন করিবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র প্রদানের পর জেলা প্রশাসকগণ ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১- অনুসরণপূর্বক এবং ৩ নং ধারার (৩) উপ-অনুচ্ছেদের বিধি মোতাবেক সঠিকভাবে তদন্ত সাপেক্ষে নুতন ইটের ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৪। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন জেলা প্রশাসক ইট ভাটার লাইসেন্স নবায়ন করিবেন না। নবায়ন করিবার পূর্বে উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, চিমনী স্থাপনের প্রত্যয়নপত্র এবং VAT প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিবার পরই লাইসেন্স নবায়ন করিবেন।

৫। প্রতিটি জেলায় নতুন প্রযুক্তিতে ব্লক ইট তৈরীতে উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৬। কোন অবস্থায়ই কোন ইট ভাটায় কাঠ বা কাঠ জাতীয় জ্বালানী ব্যবহার করা যাইবে না।

৭। পাহাড়ের পাদদেশে বা বনাঞ্চলে কোন ইটের ভাটা তৈরী করা যাইবে না (তিনটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয়ভাবে তদন্ত করিয়া ইট ভাটার স্থান নির্ধারণ করিবেন)।

৮। ঘনবসতিপূর্ণ, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংরক্ষিত এলাকা, বিনোদনমূলক এলাকা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশেপাশে ইট ভাটা স্থাপন করা যাইবে না।

৯। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী (২৪/১০/২০০০ ইং তারিখের এস,আর,ও, ৩২৪-আইন/ ২০০০) এর নির্দেশ মোতাবেক কয়লা আমদানীকারকগণ যে কয়লা আমদানী করিবেন সেই কয়লা ইট পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করিতে হইবে।

এতদ্বারা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২১শে নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের আ.স.পত্র নং-পবম(শা-৩)২১/ ৯৯/৯৮৭- এবং ৭ এপ্রিল ২০০১ তারিখের-পবম(শা-৩) ২১/৯৯/২৯১ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হইল। তবে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১-এর বিধিবিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না। ইট ভাটা স্থাপন ও তদারকিতে আইনের কোন ব্যত্যয় অথবা গাফিলতি ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দায়ী থাকিবেন।

জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হইল। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

.....

৩. ইট ভাটা সংক্রান্ত স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

নং পবম(শা-৩)৬৩/২০০২/৭৫৯ তারিখ ঃ ০৬/১১/২০০২ ইং।

ঃ অফিস আদেশ ঃ

ইটের ভাটা স্থাপন/পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের জটিলতা নিরসনে সকল জেলায় নিম্নরূপভাবে ইট ভাটা সংক্রান্ত স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

(ক)	জেলা দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কিংবা তাঁর মনোনীত সংসদ সদস্য	আহ্বায়ক
(খ)	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
(গ)	জেলা প্রশাসক	সদস্য-সচিব
(ঘ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(ঙ)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
(ছ)	সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(জ)	জেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
(ঝ)	সভাপতি, স্থানীয় প্রেসক্লাব	সদস্য

(ক) নতুন ইটভাটা স্থাপনের কোন জটিলতা দেখা দিলে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসককে পরামর্শ প্রদান;

(খ) ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কাছাকাছি ইটভাটা সমূহ "ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০০১" অনুযায়ী বন্ধ অথবা চালু রাখার বিষয়ে পরামর্শ/সিদ্ধান্ত প্রদান ;

(গ) স্থানীয়ভাবে ইটভাটা স্থাপনজনিত কারণে পরিবেশ দুষণ যাতে না হয় সে বিষয়েও সুপারিশ/ সিদ্ধান্ত প্রদান ;

(ঘ) প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হলে কমিটির সভা আহ্বান করা যাবে। জেলা প্রশাসক এই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

শফিক আলম মেহেদী
উপ-সচিব (প্রশাসন)

বিতরণ ঃ

১। মহা-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বনভবন মহাখালী, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪. আইনগত দূরত্ব লংঘনকারী ইট ভাঁটা দুই মাসের মধ্যে স্থানান্তরের প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/১২৩/২০০৩(অংশ-১)/৩৪৮ তারিখ ঃ ৩১-০৩-২০০৩ ইং।

প্রজ্ঞাপন

সরকার ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (সংশোধন ২০০১) এর ধারা ৪ এর ৫ নং উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপজেলা সদর, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ইতোমধ্যে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ এই প্রজ্ঞাপন জারীর দুই মাসের মধ্যে যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবার নির্দেশ প্রদান করিতেছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে এই নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ইটের ভাটাসমূহের লাইসেন্স বাতিলসহ তাহাদের মালিকদের বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

১। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৬। উপ-সচিব (পরিবেশ/প্রশাসন/উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

সুচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। লাইসেন্স

৫। জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ

৬। পরিদর্শন

৭। দণ্ড

৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

[আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২-২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং ২২/১৯৯২ ও আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সংশোধিত]

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

[১] (ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

[১](কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য।-** আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। [২] **লাইসেন্স।-** [৩] (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের জন্য [৪] সংশ্লিষ্ট [৫] জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

---

[১] বর্তমান দফা (ক) এবং (কক) আইন নং- ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৪ এর উপান্তটীকা হইতে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৩] উপ-ধারা (১) উক্ত আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১] (৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

[২] (৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

[২] (৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্ত -কারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) ইট পোড়ানোর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, [৩] তিন বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে [৪] জেলা প্রশাসক উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

[৫] (৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।

৫। **জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ।**- কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য [৬] জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিবেন না।

---

[১] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (৩ক) ও (৩খ) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা (৪) -এ "পাঁচ" শব্দের পরিবর্তে "তিন" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-ধারা (৪) -এ উল্লিখিত "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] উপ-ধারা (৫) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা "জ্বালানী কাঠ" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী" শব্দ এবং আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "জ্বালানী" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] ৬। **পরিদর্শন।**– (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন ;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।

[২] ৭। **দণ্ড।**– কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।

[৩] ৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**– (১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডণীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (cognizable) হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ৬ প্রথমে অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই প্রতিস্থাপিত ধারাটি বর্তমান আকারে পুনরায় আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৭ আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। উল্লেখ্য, মূল ৭ ধারায় দণ্ডের পরিমান ছিল অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। উক্ত অর্থদণ্ডের পরিমান অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয় এবং আটককৃত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্তির বিধান করা হয়।

[৩] ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) ও (২) অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে শুধু উপ-ধারা (১) বর্তমান আকারে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬. ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৮৯

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

সুচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। লাইসেন্সের দরখাস্ত

৩। লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি

ফরম 'ক' ইট পোড়ানো লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

ফরম 'খ' ইট পোড়ানো লাইসেন্স

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৪-১২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৭ই পৌষ, ১৩৯৬/২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৪২১-আইন/৮৯-ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।-** এই বিধিমালা ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **লাইসেন্সের দরখাস্ত।-** (১) যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম 'ক'-তে ইট পোড়ানো লাইসেন্সের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

(২) উক্ত ফরম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস হইতে দশ টাকা মূল্য প্রদান করিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

৩। **লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি।-** (১) যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরমে উপজেলা পরিষদে দরখাস্ত জমা হইবার পর উহাতে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা যাচাই ও অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি তদন্ত করিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপ-বিধি (৩) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম 'খ'-তে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(২) সকল লাইসেন্সের মেয়াদকাল অর্থ বৎসর অনুসারে ৫ বৎসর হইবে।

(৩) লাইসেন্স ফি বাবদ পাঁচশত টাকা উপজেলা পরিষদ তহবিলে জমা দিতে হইবে।

ফরম 'ক'

[বিধি-২ (১) দ্রষ্টব্য]

ইট পোড়ানো লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম -

২। ঠিকানা (ক) স্থায়ী -

(খ) অস্থায়ী -

৩। পেশা-

৪। ইট পোড়ানোর উদ্দেশ্য-

৫। ইটের ভাটার অবস্থান (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে)-

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

6| কি ধরনের জ্বালানীর দ্বারা ইট পোড়ানো হইবে-

7| প্রস্তাবিত জ্বালানীর উৎস-

আবেদনকারী স্বাক্ষর

তাং ..... ইং

..... বাং

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন ঃ

সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ও সরজমিনে তদন্ত করিয়া দরখাস্তে বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিক পাওয়ায়/না পাওয়ায় লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করা গেল/গেল না।

স্বাক্ষর-

তাং-

পদবী-

সীল-

ফরম 'খ'

[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

ইট পোড়ানো লাইসেন্স

প্রাপকের নাম .....
ঠিকানা .....
আপনার ..... তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনাকে নিম্নে বর্ণিত পরিমান ইট পোড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

২। ইটের ভাটার অবস্থান ঃ

(১) দাগ নং
(২) মৌজা নং
(৩) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম
(৪) ইউনিয়নের নাম

৩। লাইসেন্সের মেয়াদ ..... ১৯ ইং/..... ১৩ বাং
হইতে ..... ১৯ ইং/..... ১৩ বাং

৪। শর্তাবলী ঃ

(ক) ইটের ভাটায় কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) উপজেলা চেয়ারম্যান নিজে অথবা তাহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি অথবা বন অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী (ডেপুটি রেঞ্জার পদ মর্যাদার নীচে নহে) যে কোন সময় কোন প্রকার পরোয়ানা ব্যতীত ইটের ভাটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং ইহাতে কোন বাধা প্রদান বা ওজর আপত্তি করা চলিবে না।

(গ) পোড়ানো ইটের পরিসংখ্যান ও বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ঘ) ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৯ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির পরিপন্থী অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে।

স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ .....

তারিখ ঃ .....।

উপজেলা,

জেলা ..... ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, আজিজুল হক
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব|